তারিখ ... 12 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

সমকাল

আলেমদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে আরও সোচ্চার হোন

■ সমকাল প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ থেকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে আরও সোচ্চার হতে আলেমদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দেশকে অবশ্যই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদমুক্ত করতে হবে। দেশের মানুষের মধ্যে জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। এই চেতনাকে আরও শানিত করার চেষ্টা চালাতে হবে। এ ক্ষেত্রে আলেম-ওলামাদের আরও এগিয়ে আসতে হবে। সামান্য কয়েকটা লোক পবিত্র শান্তির ধর্ম ইসলামকে হেয় করতে পারে না। আর যেন কেউ ইসলামের বদনাম করতে না পারে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বাংলাদেশ জমিয়তুল উলামা আয়োজিত জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে ওলামা সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। দেশের কওমি মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষাদানের বিষয় ও পদ্ধতি ঠিক করতে চার বছর আগে গঠিত কমিশনের কাজ দ্রুত শেষ করে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এক কারিকুলাম ও সনদের আওতায় আনার তাগিদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কমিশনের সময় ও সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে এ কাজটা যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করা দরকার। সরকার খুব তাড়াতাড়ি এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবে। সংশ্লিষ্ট আলেম-ওলামাদেরও এ বিষয়ে একমত হতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আলেম-ওলামারা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় একটি বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন। তাদের মানুষকে আরও ভালোভাবে বোঝাতে হবে, আর কেউ যেন এই ভুলপথে না যায়। ইসলামের সঠিক শিক্ষা যেন সবাই পায়, সে পদক্ষেপও আলেম-ওলামাদেরই নিতে হবে। সাধারণ মানুষকে এই শিক্ষাই দিতে হবে, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ শান্তির পথ নয়। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সারাদেশে মানুষের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠেছে মন্তব্য করে শেখ হাসিনা বলেন, ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

এটি আমাদের জন্য সুখবর। এর আগে স্বাগত ভাষণে জমিয়তুল ওলামার সভাপতি ও শোলাকিয়া ঈদ জামাতের প্রধান ইমাম আল্লামা মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ 'ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ ও আমাদের করণীয়' বিষয়ে দেশের এক লাখ আলেম-ওলামা স্বাক্ষরিত 'ফতোয়া'র প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। পরে এক লাখ আলেমের স্বাক্ষর সংবলিত ৩০ খণ্ড 'ফতোয়ার' একটি খণ্ড প্রতীকী হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। এ ফতোয়া সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিতে প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতাও চান প্রখ্যাত এই আলেম।

প্রধানমন্ত্রী তার বক্তৃতায় এই 'ফতোয়া'র উদ্যোগকে একটি মহৎ উদ্যোগ ও ইসলামের জন্য একটি বড় কাজ আখ্যা দিয়ে বলেন, নিশ্চয়ই এই এক লাখ আলেম কখনও মিথ্যা কথা বলবেন না। তারা সত্য কথা বলেন। কোরআনের কথা বলেন। সন্ত্রাসের পথ ইসলামের পথ নয়, এটি সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য আলেম-ওলামাদের দায়িত্ব দিচ্ছি। আলেম-ওলামাদের মহান উদ্যোগের ফলে ইসলাম ধর্মের মান-সম্মান আবারও ফিরে আসবে, বৃদ্ধি পাবে।

তিনি বলেন, 'এই ফতোয়া বিশ্বব্যাপী যাতে প্রচার হয়, সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আমরা নির্দেশ দিয়েছি, সারাদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কমিটি করে জনমত সৃষ্টি করার। মসজিদের ইমাম ও ওলামায়ে-কেরামসহ সবাই মিলেই ব্যাপক প্রচার চালাবেন।'

গুলশান ও শোলাকিয়ায় সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলার কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশে এ ধরনের ঘটনা ঘটবে, সেটি আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। যারা এ ঘটনা ঘটাল, তারা নামাজ না পড়ে কীভাবে মানুষ হত্যা করতে গেল।' তিনি বলেন, 'সরকার দেশের কওমি মাদ্রাসাগুলোর পাঠ্যসূচি নির্ধারণ ও তার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের সনদ দিতে একটি কমিশন গঠন করে দিয়েছিল। তবে পাঁচ বোর্ডে বিভক্ত কওমি মাদ্রাসাগুলোর পরিচালকরা একমত হতে পারেননি। আমরা আশা করি, এখন যখন আমাদের ধর্মের ওপর এত বড় আঘাত এসেছে, এ সময় সবার ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।' এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, সনদ দিতে হলে একটা পাঠ্যক্রম লাগবে। না হলে কিসের ভিত্তিতে শিক্ষা হবে, কিসের ভিত্তিতে সনদটা দেওয়া হবে? এ সময় এটা খুব দরকার। যাতে কারিকুলামটা প্রণয়ন করে দ্রুত আমরা সনদ দেওয়ার কাজ শুরু করতে পারি। আর সরকার আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করায় কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের সেখানে পড়াশোনা করে উচ্চশিক্ষা লাভ ও দেশ-বিদেশে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কারিকুলাম ও সনদ দেওয়ার পদ্ধতি ঠিক করা গেলে আমরা আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা এবং এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও সনদ দিতে পারব।

বক্তব্যের শুরুতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের বিয়োগান্ত ঘটনায় বাবা-মা-ভাইসহ পরিবারের সব সদস্যকে হারানোর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাকেও হত্যার জন্য বারবার ষড়যন্ত্রের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, মনে হয়, আল্লাহ কোনো বিশেষ কাজের উদ্দেশ্যে তাকে (শেখ হাসিনা) পাঠিয়েছেন এবং সে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে ফিরিয়েও নেবেন না। এই বিশ্বাস থেকেই কোনো বাধা-বিঘ্নের পরোয়া না করেই দেশ-জাতি ও মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি।

ধর্মমন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। সবশেষে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদমুক্ত বাংলাদেশ এবং ইসলাম ও বিশ্ব মুসলিমের কল্যাণ কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ।

অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের প্রধান স্বামী ধ্রুবেশানন্দ মহারাজ, খ্রিষ্টান ধর্মীয় প্রধান আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি রোজারিও ও বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি শুদ্ধানন্দ মহাথেরোসহ বিভিন্ন ধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং আলেম-ওলামারা যোগ দেন। এ সময় মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, সংসদ সদস্য, সরকারের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিকরা উপস্থিত ছিলেন।